দৈনিক ইনকিলাব

১৩/৯/২০০১

তারিখ ………
পৃষ্ঠা …… কলাম ……

# পাঁচ বছরের আওয়ামী শাসনামলে প্রাথমিক শিক্ষকদের দাবী উপেক্ষিতই রয়ে গেছে

নাছিম উল আলম ॥ ক্ষমতার পাঁচ বছরে কাফন মিছিল, ভুখা মিছিল ও আমরণ অনশনরত লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের দাবীর প্রতি চরম অবজ্ঞা প্রদর্শন করে আগামী নির্বাচনে ক্ষমতায় গেলে আওয়ামী লীগ ঐসব শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের কথা ইস্তেহারে সংযুক্ত করেছে। এমনকি '৯৬ সালে ক্ষমতা গ্রহণের আগেও জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে আমরণ অনশনরত ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করাতে গিয়ে তৎকালীন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা তার দল ক্ষমতায় গেলে তাদের সব দাবী বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু এর পরে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলেও সম্পূর্ণ বিষয়টিই উপেক্ষা করেছে। ফলে দেশের প্রায় ২৫ হাজার বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষাধিক শিক্ষকের মনে চরম ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়। অথচ ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকগণ '৯৬-এর সংসদ নির্বাচনের সময় চাকরি জাতীয়করণের আশায় প্রকাশ্যেই আওয়ামী লীগকে সমর্থন দেয়। কিন্তু তাদের সব আশা নিষ্ফল হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ৭ সেপ্টেম্বর বিএনপি তার নির্বাচনী ইশতেহারে তারা ক্ষমতায় গেলে দেশের সব বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছে। এর পরে গত ৯ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগ নির্বাচনী ইশতেহারেও একই ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত করেছে।

উল্লেখ্য, ১৯৭৩-৭৪ সালে দেশের তৎকালীন সব প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু ঐসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য কোন বেতন-ভাতা সরকারী তহবিল থেকে দেয়া হত না। ১৯৯১ সালে তৎকালীন সরকার প্রথমবারের মত সরকারী রাজস্ব তহবিল থেকে ঐসব বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল বেতনের একটি অংশ প্রদানের ব্যবস্থা করে। পরবর্তীতে সরকারী পে-স্কেলের সাথে ঐ বেতনও কিছুটা বৃদ্ধি পায়। আওয়ামী লীগ সরকার তা সরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের মূল বেতনের শতকরা ৮০ ভাগে উন্নীত করলেও আগের ওয়াদামাফিক তাদের চাকরি জাতীয়করণ করেনি।

এমনকি গত বছর ঐসব শিক্ষকগণ ঢাকার রাজপথে কাফন মিছিল, প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ঘেরাও ও আমরণ অনশন করলেও সরকার তাদের কোন খোঁজ-খবরও নেয়নি। বেগম জিয়া তার দল ক্ষমতায় গেলে ঐসব শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়ে অনশন ভঙ্গ করান এবং গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকার পল্টন ময়দানে বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষকদের এক বিশাল মহাসমাবেশে বেগম জিয়াসহ চারদলীয় নেতৃবৃন্দ পুনরায় ঐসব শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণসহ সব ন্যায়সংগত দাবীর সাথে একাত্মতা ঘোষণা করেন।

কিন্তু সাবেক সরকার আর বিষয়টির প্রতি তেমন কোন গুরুত্ব দেয়নি।

গত ৭ সেপ্টেম্বর বিএনপির নির্বাচনী ইশতেহারে বিষয়টি অন্তর্ভুক্তির পরে তা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহারেও যুক্ত হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে বাংলাদেশ বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি এম সামসুল আলম ইনকিলাবকে জানান, বিএনপি নেত্রী দেড় বছর আগেই আমাদের একদফা দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। এখন তা নির্বাচনী ইশতেহারে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আমরা এজন্য বিএনপি চেয়ারপার্সন ও দলীয় নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জানাই। আমরা আশা করি তারা ক্ষমতায় গেলে আগের সরকারের মত বিষয়টি ভুলে যাবেন না। দেশের লক্ষাধিক বেসরকারী প্রাথমিক শিক্ষক বিএনপি'র এ ঘোষণায় আনন্দ প্রকাশ করে তাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছে। পাশাপাশি বিলম্বে হলেও আওয়ামী লীগ আরেকবার আমাদের দাবীর প্রতি একাত্মতা ঘোষণা করায় আমরা তাদেরও অভিনন্দন জানাই। তবে তাদের এ ঘোষণা যেন অতীতের মত ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে সে বিষয়টির প্রতি আন্তরিক হওয়ার আবেদন জানাই। সমিতির মহাসচিব আলহাজ্ব আক্কাছ আলীও অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেন।